ডিপ্লোমা ইন ইসলামি ব্যাংকিং (DIB)

Part-I

অর্থনীতির নীতি: প্রচলিত ও ইসলামী

First Edition: April 2025
Second Edition: October 2025
Third Edition: April 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright.
Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written by:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
A Leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

MetaMentor Center

Price: 350Tk.

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Content

SL	Details	Page No.
1	অধ্যায় ১: অর্থনীতির অর্থ ও পরিধি	4-14
2	অধ্যায় ২: চাহিদা ও সরবরাহ বিশ্লেষণ	15-25
3	অধ্যায় ৩: চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	26-29
4	অধ্যায় ৪: চাহিদার তত্ত্ব	30-36
5	অধ্যায় ৫: উৎপাদন – উৎপাদনের উপকরণ	37-43
6	অধ্যায় ৬: উৎপাদন ব্যয়	44-49
7	অধ্যায় ৭: বাজার কাঠামো	50-60
8	অধ্যায় ৮: আয় বণ্টন	61-66
9	অধ্যায় ৯: জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ	67-72
10	অধ্যায় ১০: অর্থ	73-84
11	অধ্যায় ১১: সরকারি অর্থনীতি	85-91
12	অধ্যায় ১২: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন	92-100
13	পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নসমূহ	101-105

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapters.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	অধ্যায় ১: অর্থনীতির অর্থ ও পরিধি	15
*****	অধ্যায় ২: চাহিদা ও সরবরাহ বিশ্লেষণ	13
**	অধ্যায় ৩: চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	4
**	অধ্যায় ৪: চাহিদার তত্ত্ব	7
*****	অধ্যায় ৫: উৎপাদন – উৎপাদনের উপকরণ	9
**	অধ্যায় ৬: উৎপাদন ব্যয়	3
*****	অধ্যায় ৭: বাজার কাঠামো	11
**	অধ্যায় ৮: আয় বণ্টন	5
*****	অধ্যায় ৯: জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ	11
*****	অধ্যায় ১০: অর্থ	17
*****	অধ্যায় ১১: সরকারি অর্থনীতি	12
*****	অধ্যায় ১২: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন	12
*****All short notes from allchaptersr and end of note *****		

MetaMentor Center

Syllabus

প্রথম অধ্যায়: অর্থনীতির অর্থ ও পরিধি – অ্যাডাম স্মিথ, রবিনস, মার্শাল, কেয়ারনক্রস কর্তৃক অর্থনীতির সংজ্ঞা – ইতিবাচক ও নিয়ামক অর্থনীতি – ক্ষুদ্র অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি – ইসলামী অর্থনীতির অর্থ: এর মৌলিক দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য – বাজার, আদেশ ও ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণ – বাজারের ভারসাম্য – চাহিদা ও যোগানের প্রথাগত ধারণা – চাহিদা ও যোগানের আইন – চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন – চাহিদা ও যোগানের স্থানান্তর – ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগের চাহিদা – চাহিদা ও প্রয়োজনের শ্রেণীবিন্যাস – হালাল, হারাম, মুবারাহ ও মাকরূহ ধারণা।

তৃতীয় অধ্যায়: চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা – মূল্য, আয় ও আন্তঃস্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ।

চতুর্থ অধ্যায়: চাহিদার তত্ত্ব – উপযোগ – কার্ডিনাল উপযোগ ও অর্ডিনাল উপযোগ – মোট ও প্রান্তিক উপযোগ – প্রান্তিক উপযোগ ও চাহিদা – উদাসীনতা বক্ররেখা পদ্ধতিতে চাহিদার তত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়: উৎপাদন – উৎপাদনের উপাদান: ভূমি, শ্রম, পুঁজি, সংগঠন – হ্রাসমান ফলনের আইন – বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরিসরের উৎপাদন – শিল্পের স্থানিকীকরণ – ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদান।

ষষ্ঠ অধ্যায়: উৎপাদন ব্যয় – স্বল্পমেয়াদে ব্যয় – স্থির ও পরিবর্তনশীল ব্যয় – গড় ও প্রান্তিক ব্যয় – দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় – পরিসরের সুফল ও কুফল।

সপ্তম অধ্যায়: বাজার কাঠামো – বাজারের প্রকারভেদ ও তাদের বৈশিষ্ট্য – পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া, একচেটিয়াভিত্তিক প্রতিযোগিতা, যুগলচেটিয়া ও অলিগোপলিতে মূল্য ও উৎপাদনের নির্ধারণ – বাজার বিকৃতি – বিকৃতি প্রতিরোধের পদ্ধতি – বিভিন্ন বাজার কাঠামোর অধীনে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্য ও উৎপাদনের নির্ধারণ।

অষ্টম অধ্যায়: বণ্টন – মজুরি, সুদ, ভাড়া ও মুনাফার প্রথাগত ধারণা – ইসলামী ব্যবস্থায় বণ্টনের ধারণা – সুদ ও মুনাফার পার্থক্য – সুদের (রিবা) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব।

নবম অধ্যায়: জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ – সঞ্চয় ও বিনিয়োগ – মোট দেশজ উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন – জাতীয় আয়ের পরিমাপ – বিভিন্ন পদ্ধতি – বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের হিসাব।

দশম অধ্যায়: মুদ্রা – প্রচলিত ও ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রার সংজ্ঞা ও কার্যাবলি – মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ – মুদ্রার মূল্য – মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব – ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রার মূল্যের ধারণা – মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাপতন: কারণ ও প্রতিকার – প্রচলিত ও ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আর্থিক নীতি: উপকরণ ও লক্ষ্য।

MetaMentor Center

একাদশ অধ্যায়: সরকারি অর্থব্যবস্থা – কর আরোপের নীতি, সরকারি ব্যয় ও সরকারি ঋণ – রাজস্ব নীতি – ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজস্ব নীতি: উপকরণ ও লক্ষ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন – অনুন্নয়নের কারণ ও প্রতিকার – ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন – ইসলামী ব্যবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রথম অধ্যায়:
অর্থনীতির অর্থ ও পরিধি

প্রশ্ন-০১. অর্থনীতি (Economics)-কে সংজ্ঞায়িত করো। – (November-2022, April-2024, October-2023, November-2024, May-25)

অর্থনীতি হল এমন একটি বিদ্যা যা মানুষ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কীভাবে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে তাদের অসীম চাহিদা ও প্রয়োজন মেটায়, তা নিয়ে আলোচনা করে। এটি ব্যাখ্যা করে সমাজে কীভাবে পণ্য ও সেবা উৎপাদন, বিতরণ এবং ভোগ করা হয়। অর্থনীতি আমাদের শেখায় কীভাবে অর্থ, সময় ও উপকরণের মতো সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পল এ. স্যামুয়েলসনের মতে, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা শেখায় কিভাবে সীমিত সম্পদকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করে সেগুলোকে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বণ্টন করতে হয়।

ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়বিচার, নৈতিকতা ও সমাজকল্যাণের নীতির আলোকে সম্পদের ন্যায্য ও সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়।

প্রশ্ন-০২. পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। – (April-2024, October-2023, October-2019)

অথবা, পুঁজিবাদী ও ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। – (May-2022)

পুঁজিবাদী অর্থনীতি – প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- **ব্যক্তিগত মালিকানা:** কারখানা, জমি ও ব্যবসা ব্যক্তিগতভাবে মালিকানাধীন থাকে।
- **লাভের উদ্দেশ্য:** ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন।
- **মুক্ত বাজার ব্যবস্থা:** চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়, সরকার কম হস্তক্ষেপ করে।
- **সীমিত সরকারি ভূমিকা:** ব্যবসা পরিচালনায় সরকারের ভূমিকা খুবই সীমিত।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি – প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- **সরকারি মালিকানা:** ব্যাংক, কারখানা ও পরিবহনসহ প্রধান শিল্পসমূহ সরকারের মালিকানায় থাকে।
- **সমতা প্রতিষ্ঠা:** সম্পদ ও আয়ের বণ্টন সমাজে সমানভাবে করা হয়।
- **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা:** কী উৎপাদন হবে, কতটুকু হবে এবং কোন মূল্যে হবে – এসব সরকার নির্ধারণ করে।
- **লাভ নয়, কল্যাণ:** প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ, মুনাফা অর্জন নয়।

ইসলামী অর্থনীতি – প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- **সুষম মালিকানা:** শরিয়াহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় মালিকানাই বিদ্যমান থাকে।
- **সুদ নিষিদ্ধ (রিবা):** সুদ গ্রহণ বা প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- **সামাজিক ন্যায়বিচার:** সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে এবং গরিবদের যত্ন নিতে হবে (যেমন: যাকাত)।
- **নৈতিক ব্যবসা:** সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম হতে হবে সৎ, ন্যায়সঙ্গত এবং শরিয়াহ-সম্মত।

পরিশেষে বলা যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা লাভকে প্রাধান্য দেয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমতা ও কল্যাণকে গুরুত্ব দেয়, আর ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে একটি মধ্যপন্থা স্থাপন করে।

প্রশ্ন: ০৩. প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত কর এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন কর। – (এপ্রিল-২০২০)

প্রচলিত অর্থনীতি: প্রচলিত অর্থনীতি হলো এমন একটি বিদ্যা যা সীমিত সম্পদকে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করে। এর প্রধান লক্ষ্য লাভ অর্জন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, যেখানে ধর্মীয় বা নৈতিক দিক বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

ইসলামী অর্থনীতি: ইসলামী অর্থনীতি হলো শরিয়াহ্র নীতিমালার আলোকে সম্পদের ব্যবহার, বণ্টন এবং সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করার বিদ্যা। এর লক্ষ্য ন্যায়বিচার, সমতা এবং সমাজের কল্যাণ সাধন। এতে সুদ নিষিদ্ধ, যাকাত বাধ্যতামূলক এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নৈতিকতা বজায় রাখা আবশ্যক।

নিচের সারণিতে প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য পূর্ণ বাক্যে তুলে ধরা হলোঃ

পার্থক্যের দিক	প্রচলিত অর্থনীতি	ইসলামী অর্থনীতি

ভিত্তি	প্রচলিত অর্থনীতি মানুষের ইচ্ছা ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।	ইসলামী অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।
সুদ (রিবা)	প্রচলিত অর্থনীতিতে সুদ গ্রহণযোগ্য এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।	ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং নিষিদ্ধ।
লক্ষ্য	প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ অর্জন ও বস্তুগত উন্নতি সাধন করা।	ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সমাজকল্যাণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চিত করা।
মালিকানা	প্রচলিত অর্থনীতিতে পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানা অনুমোদিত হয় এবং এর উপর কোনো ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা নেই।	ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অনুমোদিত হলেও তা শরিয়াহ্‌র সীমার মধ্যে থাকতে হয়।
সম্পদ বণ্টন	প্রচলিত অর্থনীতিতে দরিদ্র সহায়তার জন্য কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেই।	ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা করা হয় এবং সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা হয়।

প্রশ্ন-০৪. নর্মেটিভ অর্থনীতি ও পজিটিভ অর্থনীতি কী? এই দুইটির মধ্যে কোনটি ইসলামী অর্থনীতিকে বেশি সমর্থন করে? ব্যাখ্যা করো। – (October-2018, October-2021)

পজিটিভ অর্থনীতি:

পজিটিভ অর্থনীতি হলো এমন এক শাখা যা বাস্তব ঘটনা ও কারণ-ফলাফল সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এটি কীভাবে অর্থনীতি বাস্তবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, "যদি সরকারের কর বৃদ্ধি পায়, তাহলে ভোক্তাদের ব্যয় কমে যায়" – এটি একটি পজিটিভ অর্থনৈতিক বক্তব্য। এখানে মতামত নয়, কেবল বাস্তব সত্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।

নর্মেটিভ অর্থনীতি:

নর্মেটিভ অর্থনীতি হলো এমন এক শাখা যা কী হওয়া উচিত বা অর্থনৈতিক নীতিমালা কীভাবে প্রণয়ন করা উচিত সে সম্পর্কে মতামত ও মূল্যবোধ প্রদান করে। এটি নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও কল্যাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। উদাহরণস্বরূপ, "সরকারের উচিত কর কমিয়ে ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি করা" – এটি একটি নর্মেটিভ বক্তব্য। এখানে বাস্তব বর্ণনার পাশাপাশি মূল্যবোধ ও নীতিগত মতামতও থাকে।

ইসলামী অর্থনীতি কেন নর্মেটিভ অর্থনীতিকে বেশি সমর্থন করে:

- ইসলামী অর্থনীতি কেবল বাস্তব তথ্য নয়, বরং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত।
- এটি সমাজে ন্যায়বিচার, সাম্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য কী করা উচিত তা নির্দেশ করে।
- ইসলাম দরিদ্রদের সহায়তা, সুদ (রিবা) নিষিদ্ধকরণ, ন্যায্য ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়।
- পজিটিভ অর্থনীতি "যা আছে" তা বর্ণনা করে, কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি "যা হওয়া উচিত" তা নির্দেশ করে, যেমন যাকাত প্রদান বা শোষণ এড়ানো।
- ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য কেবল লাভ নয়; বরং একটি ন্যায়সঙ্গত ও নৈতিক সমাজ গঠন করা।

পরিশেষে বলা যায়, পজিটিভ অর্থনীতি বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে, কিন্তু নর্মেটিভ অর্থনীতি সমাজে নৈতিক ও ন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করে, যা ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ও দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-০৫. ন্যারেটিভ অর্থনীতি ও পজিটিভ অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করো। – (October-2023)

ন্যারেটিভ অর্থনীতি: ন্যারেটিভ অর্থনীতি এমন একটি শাখা যা বিশ্লেষণ করে কীভাবে গল্প, খবর, গুজব ও জনমত মানুষের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অনেক সময় মানুষ তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে নয়, বরং শোনা কথা বা প্রচলিত ধারণার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে অর্থনীতি ধ্বংসের পথে, তাহলে মানুষ প্রকৃত অবস্থা খুব খারাপ না হলেও ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় বাড়িয়ে দেয়। এভাবে ন্যারেটিভ অর্থনীতি দেখায় যে মানুষের আবেগ, বিশ্বাস ও প্রচলিত গল্প অর্থনীতির গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে।

পজিটিভ অর্থনীতি: পজিটিভ অর্থনীতি হলো অর্থনীতির এমন শাখা যা বাস্তব তথ্য, পরিসংখ্যান ও কারণ-ফলাফলের সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে। এটি কোনো মতামত দেয় না এবং কিছু ভালো না খারাপ সে সম্পর্কে কোনো মূল্যবোধ প্রকাশ করে না। এটি কেবল যা ঘটছে তা বর্ণনা করে, যেমন – "মূল্য বৃদ্ধি পেলে চাহিদা কমে যায়।"

পজিটিভ অর্থনীতি তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে, যা নীতিনির্ধারণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, ন্যারেটিভ অর্থনীতি মানুষের ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রভাব দেখায়, আর পজিটিভ অর্থনীতি বাস্তব তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অর্থনীতির অবস্থা তুলে ধরে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৬. মাইক্রো অর্থনীতি ও ম্যাক্রো অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত কর। বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনৈতিক সূচকসমূহ বর্ণনা কর।

মাইক্রো অর্থনীতি অর্থনীতির একটি শাখা যা অর্থনীতির স্বতন্ত্র অংশগুলো যেমন ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও বাজারের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। এটি বোঝায় কিভাবে তারা পণ্য ও সেবা উৎপাদন, চাহিদা-সরবরাহ, মূল্য নির্ধারণ ও প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদাহরণ: ধান উৎপাদন কমে গেলে এর মূল্য কীভাবে পরিবর্তিত হয়।

ম্যাক্রো অর্থনীতি অর্থনীতির একটি শাখা যা সম্পূর্ণ অর্থনীতি বা জাতীয় পর্যায়ে ঘটে যাওয়া বৃহত্তর বিষয় যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, জাতীয় আয় ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে।

উদাহরণ: মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেলে সমগ্র অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব কী হয়।

বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনৈতিক সূচকসমূহ:

1. **মোট দেশজ উৎপাদন (GDP):** ২০২৪ সালের শুরুতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬.১%। আইএমএফ ২০২৪-২৫ সালের জন্য প্রায় ৫.৪% প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস দিয়েছে।
2. **মুদ্রাস্ফীতি:** ২০২৪ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার প্রায় ৯.৭২%। লক্ষ্য হলো এটিকে ৬.৫%-এ নামিয়ে আনা।
3. **বেকারত্ব:** ২০২৪ সালে বেকারত্বের হার প্রায় ৩.৫৩%।
4. **বাণিজ্য ভারসাম্য:** রপ্তানি প্রায় ৬০.৫ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি প্রায় ৭০.১ বিলিয়ন ডলার, যার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে।
5. **রেমিট্যান্স:** প্রবাসী আয় প্রায় ২৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা অর্থনীতিকে সহায়তা করছে।
6. **বিদেশি মুদ্রা রিজার্ভ:** ২০২৫ সালের শুরুতে রিজার্ভ প্রায় ২৬.১৭ বিলিয়ন ডলার।
7. **বিনিময় হার:** বাংলাদেশি টাকা প্রতি ডলার প্রায় ১২২ টাকায় দুর্বল হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, মাইক্রো অর্থনীতি ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র স্তরের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করে, আর ম্যাক্রো অর্থনীতি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও নীতি বোঝার সুযোগ দেয়।

প্রশ্ন-০৭. ইসলামী অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়? ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। কোন দিক দিয়ে এটি প্রচলিত অর্থনীতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ?

অথবা, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। তুমি কি মনে কর যে ইসলামী অর্থনীতি প্রচলিত অর্থনীতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ? (Nov-2025)

অথবা, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (Nov-2025)

ইসলামী অর্থনীতি হল সম্পদ যেমন অর্থ, জমি ও শ্রমকে ইসলামী শরিয়াহর নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করার বিজ্ঞান। এটি শেখায় যে সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ এবং মানুষ কেবল আমানতদার। এর লক্ষ্য শুধুমাত্র মুনাফা নয়, বরং ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, সমাজকল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

একটি **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** ব্যাখ্যা করে একটি দেশ কীভাবে উৎপাদন, বণ্টন এবং সম্পদের ব্যবহার সংগঠিত করে। প্রধান তিনটি ব্যবস্থা হলো পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং ইসলামী অর্থনীতি।

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

1. **ঐশী নির্দেশনার ভিত্তিতে পরিচালিত:** এটি কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, কেবল মানবসৃষ্ট ধারণার উপর নয়।
2. **রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ:** সুদ গ্রহণ বা প্রদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
3. **সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও যাকাত:** দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যাকাতের মতো বাধ্যতামূলক দানের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।
4. **নৈতিক ও ন্যায্য ব্যবসা:** সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সততা, ন্যায্য লেনদেন এবং ন্যায়বিচারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
5. **বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদার সমন্বয়:** কেবল মুনাফা নয়, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক কল্যাণ এবং মানব মর্যাদাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি:

1. **ব্যক্তিগত মালিকানা:** ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভূমি, কারখানা ও ব্যবসার মালিক হয়।
2. **মুনাফা উদ্দেশ্য:** ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন।

MetaMentor Center

3. **মুক্ত বাজার ব্যবস্থা:** চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারিত হয়।
4. **সরকারের সীমিত ভূমিকা:** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ কম।
5. **প্রতিযোগিতা:** প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে, যা দক্ষতা ও নতুনত্ব বৃদ্ধি করে।

এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়, তবে আয় বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি:

1. **সরকারি মালিকানা:** প্রধান শিল্প ও সম্পদের মালিক সরকার।
2. **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা:** কী উৎপাদন হবে, কত হবে এবং কী দামে হবে—তা সরকার নির্ধারণ করে।
3. **আয়ের সমতা:** আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানোই লক্ষ্য।
4. **মুনাফা উদ্দেশ্যের অভাব:** মুনাফার চেয়ে জনকল্যাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
5. **সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ:** উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এই ব্যবস্থা বৈষম্য কমায়, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত করতে পারে এবং দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে।

কেন ইসলামী অর্থনীতি প্রচলিত অর্থনীতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ:

1. **নৈতিক ভিত্তি:** ইসলামী অর্থনীতি কেবল মুনাফা অর্জনের উপর নির্ভর করে না; এটি নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।
2. **শোষণ নিষিদ্ধ:** এতে সুদ (রিবা) ও অন্যায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ফলে মানুষ শোষণ থেকে সুরক্ষা পায়।
3. **সম্পদের বণ্টন:** যাকাত ও দানের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয় এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে।
4. **সামাজিক কল্যাণমুখী ব্যবস্থা:** এটি কেবল ধনী শ্রেণির লাভ নয়, বরং সমগ্র সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখে।
5. **সুষম উন্নয়ন:** ইসলামী অর্থনীতি বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক উন্নয়নকেও গুরুত্ব দেয়, যা একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-০৮. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে?

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন উপায়ে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে:

1. **যাকাত:** ধনীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের সম্পদের একটি অংশ গরিব ও অভাবীদের মাঝে দিতে হয়।
2. **সুদের নিষেধাজ্ঞা:** সুদ নিষিদ্ধ হওয়ায় দরিদ্ররা শোষণ থেকে রক্ষা পায়।
3. **উত্তরাধিকার আইন:** মৃত্যুর পর সম্পদ ন্যায্যভাবে পরিবার সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয়, ফলে সম্পদ কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে না।
4. **ব্যবসা ও শ্রম উৎসাহ:** ইসলাম সৎ ব্যবসা ও শ্রমে উৎসাহ দেয়, যা সবার জীবিকা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে।
5. **ওয়াকফ:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণে দান করার মাধ্যমে সমাজের সেবা নিশ্চিত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি দারিদ্র্য কমায়, সম্পদের বৈষম্য রোধ করে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-০৯. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

অথবা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যসমূহ (Nov-2025)

মৌলিক দর্শন: ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বিশ্বাস হলো সমস্ত সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং মানুষ কেবল তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) ও আমানতদার। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে, যাতে ন্যায়বিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

MetaMentor Center

লক্ষ্য:

১. সমাজে ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
২. দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সহায়তার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা।
৩. শোষণ রোধ করা এবং সুদের মতো অনৈতিক প্রথা নিষিদ্ধ করা।
৪. সৎ বাণিজ্য ও পরিশ্রমকে উৎসাহিত করা।

উদ্দেশ্য:

১. যাকাত, সদকা ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা।

২. ভৌত ও আধ্যাত্মিক চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রেখে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা।
৩. মানব মর্যাদা রক্ষা করা এবং নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণকে উৎসাহিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের দিকে লক্ষ্য করে।

প্রশ্ন-১০. "সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অসীম" – প্রচলিত ও ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।

প্রচলিত অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ: প্রচলিত অর্থনীতিতে বলা হয় যে, জমি, অর্থ, শ্রম ও কাঁচামালের মতো সম্পদ সীমিত, কিন্তু মানুষের চাহিদা অসীম। মানুষ সবসময় নতুন পণ্য ও সেবা চায়, কিন্তু সম্পদের স্বল্পতার কারণে সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য সীমিত সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সর্বাধিক চাহিদা পূরণ করতে হয়।

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ: ইসলামী অর্থনীতিও স্বীকার করে যে সম্পদ সীমিত এবং চাহিদা অসীম। তবে ইসলাম শেখায় যে সব চাহিদা ন্যায়সঙ্গত নয়। শুধুমাত্র **হালাল ও যুক্তিসঙ্গত চাহিদা** পূরণ করা উচিত। ইসলাম অপচয় নিষিদ্ধ করে এবং মানুষকে তার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে। সম্পদকে আল্লাহর আমানত হিসেবে দেখে এটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করতে বলে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি সীমিত সম্পদকে ন্যায্যভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজন, চাহিদা ও সমাজকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

প্রশ্ন-১১. "সমতুল্যতার চেয়ে ন্যায়ভিত্তিক বিচার ভালো" – ব্যাখ্যা কর।

সমতা মানে সবাইকে একইভাবে আচরণ করা, তাদের অবস্থা বা প্রয়োজন বিবেচনা না করে।
ন্যায়ভিত্তিক বিচার মানে প্রত্যেককে তার অবস্থা, প্রয়োজন ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে যা প্রয়োজন তা প্রদান করা।
ইসলাম শেখায় যে ন্যায়ভিত্তিক বিচারই উত্তম, কারণ মানুষের চাহিদা ও পরিস্থিতি এক নয়।

উদাহরণ: একজন ধনী ও একজন গরিবকে সমান সহায়তা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। গরিব ব্যক্তির প্রয়োজন বেশি, তাই তার সহায়তাও বেশি হওয়া উচিত।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি ন্যায্য বণ্টন, প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে পুরস্কারের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের চেষ্টা করে।

প্রশ্ন-১২. অ্যাডাম স্মিথ, মার্শাল, রবিন্স এবং কেয়ারনক্রসের মতে অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। তাদের মতামতের তুলনা কর।

অ্যাডাম স্মিথ (১৭৭৬): অর্থনীতি হলো সম্পদের অধ্যয়ন — কিভাবে একটি জাতি সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধি করে।

আলফ্রেড মার্শাল (১৮৯০): অর্থনীতি হলো মানুষের কল্যাণের অধ্যয়ন — কিভাবে মানুষ আয় অর্জন করে ও তা ব্যয় করে।

লায়নেল রবিন্স (১৯৩২): অর্থনীতি হলো সংকট ও নির্বাচনের বিজ্ঞান — কিভাবে মানুষ সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অসীম চাহিদা পূরণ করে।

অ্যালেক কেয়ারনক্রস (১৯৫৮): অর্থনীতি হলো কিভাবে মানুষ উৎপাদন ও পণ্য বিতরণের মাধ্যমে প্রয়োজন মেটায় তার অধ্যয়ন।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- **স্মিথ** সম্পদের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
- **মার্শাল** সম্পদ থেকে মানুষের কল্যাণে দৃষ্টি স্থানান্তর করেছেন।
- **রবিন্স** সংকট ও নির্বাচনের দিকটি জোর দিয়েছেন।
- **কেয়ারনক্রস** উৎপাদন ও বণ্টনের সংগঠনকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতির ধারণা সম্পদকেন্দ্রিক অধ্যয়ন থেকে মানুষের কল্যাণ, সম্পদ বণ্টন ও প্রয়োজন পূরণের বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৩. রবিন্স ও মার্শালের অর্থনীতির সংজ্ঞার প্রধান পার্থক্যগুলো কী? এদের মধ্যে কোনটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

নিচে রবিন্স ও মার্শালের অর্থনীতির সংজ্ঞার মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো পূর্ণ বাক্যে তুলে ধরা হলোঃ

পার্থক্যের দিক	মার্শালের দৃষ্টিভঙ্গি	রবিন্সের দৃষ্টিভঙ্গি
কেন্দ্রবিন্দু	মার্শাল অর্থনীতিকে মানুষের কল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়নের উপর কেন্দ্রীভূত করেছেন।	রবিন্স অর্থনীতিকে সম্পদের সংকট এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর কেন্দ্রীভূত করেছেন।

অর্থনীতির প্রকৃতি	মার্শালের মতে অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা মানুষের জীবনমান উন্নত করার সঙ্গে সম্পর্কিত।	রবিন্সের মতে অর্থনীতি একটি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান, যা কল্যাণ বিচার না করে কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে।
বিষয়বস্তু	মার্শাল অধ্যয়ন করেন কিভাবে মানুষ আয় উপার্জন ও ব্যয় করে জীবনের মান উন্নত করতে পারে।	রবিন্স অধ্যয়ন করেন কিভাবে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অসীম চাহিদা পূরণ করা যায়।
নৈতিক মূল্যবোধ	মার্শাল নৈতিকতা ও কল্যাণকে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন।	রবিন্স নৈতিকতাকে বিবেচনা করেন না; তিনি কেবল পছন্দ ও সম্পদের ব্যবহারের উপর জোর দেন।
পদ্ধতি	মার্শাল কল্যাণ-ভিত্তিক পদ্ধতির অনুসরণ করেন।	রবিন্স সংকট-ভিত্তিক পদ্ধতির অনুসরণ করেন।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মার্শালের সংজ্ঞা বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের উপর গুরুত্ব দেয়। মার্শাল বলেছেন যে অর্থনীতি হলো মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং কল্যাণের অধ্যয়ন, কেবল সম্পদ বা সিদ্ধান্ত নয়। ইসলামও শিক্ষা দেয় যে অর্থ উপার্জন গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা অবশ্যই হালাল হতে হবে এবং সমাজকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং দরিদ্রদের সহায়তা ইসলামী অর্থনীতির মূল উপাদান, যা মার্শালের ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায়।
অন্যদিকে, রবিন্সের সংজ্ঞা কেবল সম্পদের সংকট ও নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে নৈতিকতা বা সঠিক-ভুলের বিচার নেই। এটি ইসলামী মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
পরিশেষে বলা যায়, মার্শালের কল্যাণ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যকে অধিক সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১৪. বাজার অর্থনীতি, নির্দেশিত অর্থনীতি এবং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো আলোচনা করো।
নিচে এই তিনটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্যগুলো পূর্ণ বাক্যে উপস্থাপন করা হলোঃ

পার্থক্যের দিক	বাজার অর্থনীতি	নির্দেশিত অর্থনীতি	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
মালিকানা	বাজার অর্থনীতিতে সম্পদের মালিকানা প্রধানত ব্যক্তিগত হাতে থাকে এবং ব্যক্তিরা নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পারে।	নির্দেশিত অর্থনীতিতে সমস্ত সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকে।	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় মালিকানার স্বীকৃতি রয়েছে, তবে তা অবশ্যই শরিয়াহ্‌র নিয়মাবলীর মধ্যে থাকতে হয়।
লাভের উদ্দেশ্য	বাজার অর্থনীতিতে সর্বাধিক লাভ অর্জনই প্রধান লক্ষ্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এর উপর নির্ভরশীল।	নির্দেশিত অর্থনীতিতে লাভের উদ্দেশ্য থাকে না; মূল লক্ষ্য থাকে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় লাভ অর্জন অনুমোদিত, তবে তা নৈতিক ও সামাজিক সীমার মধ্যে থাকতে হবে।
সরকারের ভূমিকা	বাজার অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা খুবই সীমিত এবং সাধারণত কেবল নিয়ন্ত্রণ ও নীতি প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।	নির্দেশিত অর্থনীতিতে সরকার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে না, তবে ন্যায়বিচার, কল্যাণ ও সামাজিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
সম্পদ বণ্টন	বাজার অর্থনীতিতে সম্পদের বণ্টন চাহিদা ও সরবরাহের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।	নির্দেশিত অর্থনীতিতে সম্পদের বণ্টন সম্পূর্ণভাবে সরকারের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়, তবে শরিয়াহ্‌র নির্দেশনা অনুসারে যাতে শোষণ ও অন্যায় না ঘটে।
নৈতিক দিকনির্দেশনা	বাজার অর্থনীতিতে নৈতিকতা বা ধর্মীয় কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না এবং লাভই প্রধান উদ্দেশ্য।	নির্দেশিত অর্থনীতিতে ধর্মীয় দিক বিবেচনা করা হয় না এবং সরকারী নীতিই প্রধান।	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সততার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

MetaMentor Center

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাজার ও নির্দেশিত অর্থনীতির মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করে, যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সামাজিক কল্যাণ এবং নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় সাধিত হয়।

প্রশ্ন-১৫. বাজারভিত্তিক অর্থনীতি ও নির্দেশিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো। এর মধ্যে কোনটি ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বাজারভিত্তিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. **ব্যক্তিগত মালিকানা:** ব্যক্তি ব্যবসা, জমি ও সম্পদের মালিক হয় এবং নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পারে।
২. **লাভ অর্জনের উদ্দেশ্য:** ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য হলো সর্বাধিক লাভ অর্জন।
৩. **মুক্ত প্রতিযোগিতা:** অনেক উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, ফলে দাম ন্যায্য থাকে।
৪. **ভোক্তার স্বাধীনতা:** মানুষ নিজের পছন্দমতো পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে।
৫. **সরকারের সীমিত ভূমিকা:** সরকার নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার মতো সীমিত ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

নির্দেশিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. **সরকারি মালিকানা:** সরকার অধিকাংশ ব্যবসা, সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক।
২. **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা:** সরকার কী উৎপাদন হবে, কত হবে এবং কী দামে বিক্রি হবে – সব সিদ্ধান্ত নেয়।
৩. **লাভের উদ্দেশ্য নেই:** প্রধান লক্ষ্য থাকে জনকল্যাণ, লাভ নয়।
৪. **সীমিত ভোক্তা স্বাধীনতা:** মানুষ শুধুমাত্র সরকারের সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে।
৫. **সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ:** সরকার উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও পণ্য বণ্টন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইসলামী অর্থনীতি ও সামঞ্জস্যতা: ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি বাজারভিত্তিক বা নির্দেশিত অর্থনীতি নয়। এটি বাজারভিত্তিক অর্থনীতির কাছাকাছি হলেও ইসলামী নৈতিকতা ও শরিয়াহ্‌র নিয়ম এতে সংযোজিত থাকে। ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানা, মুক্ত বাণিজ্য ও লাভ অর্জনের অনুমতি রয়েছে, তবে প্রতারণা, শোষণ এবং সুদ (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সরকারকেও আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয় – ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, ক্ষতি প্রতিরোধ করা এবং দরিদ্রদের সহায়তা করা। একই সঙ্গে ইসলাম নির্দেশিত অর্থনীতির মতো সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণকেও সমর্থন করে না।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে, শরিয়াহ্‌র নির্দেশনা অনুসারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-১৬. ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করো। এটি কীভাবে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে অতিক্রম করে?

ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্র বলতে বোঝায়, সম্পদ ও সম্পদের ব্যবহার শরিয়াহ্‌র নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনার সমস্ত দিক। এটি ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু করে সামগ্রিক সমাজকল্যাণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো:

- **উৎপাদন:** পণ্য ও সেবা ন্যায়সঙ্গতভাবে তৈরি করা।
- **ভোগ:** অপচয় ছাড়া দায়িত্বশীলভাবে অর্থ ব্যয় করা।
- **বণ্টন:** যাকাত ও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করা।
- **বিনিময়:** ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন সততা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা।
- **সরকারি অর্থব্যবস্থা:** সুদ ছাড়া রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করা।
- **সমাজকল্যাণ:** দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও নৈতিক সমাজ গঠন করা। এটি প্রচলিত অর্থনীতিকে অতিক্রম করে কারণ এটি শুধু উৎপাদন, লাভ ও দক্ষতার ওপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ব যুক্ত রয়েছে।

প্রচলিত অর্থনীতি সাধারণত "যা আছে" তা বিশ্লেষণ করে, কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি "যা হওয়া উচিত" সেটিও বিশ্লেষণ করে। এটি সুদ নিষিদ্ধ করে, শোষণ প্রতিরোধ করে এবং যাকাত ও দান দ্বারা দরিদ্রদের সহায়তা নিশ্চিত করে। এটি মানুষকে নিজের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে, অপচয় থেকে বিরত থাকতে এবং সমাজের প্রয়োজন বিবেচনা করতে শিক্ষা দেয়।

MetaMentor Center

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি ধর্ম, নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে একীভূত করে, যা কেবল ব্যবসার জন্য নয় বরং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গঠন করে।

প্রশ্ন-১৭. "ইসলামী অর্থনীতি মূল্যভিত্তিক আর প্রচলিত অর্থনীতি মূল্যনিরপেক্ষ" — তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা করো।

হ্যাঁ, আমি একমত। **ইসলামী অর্থনীতি মূল্যভিত্তিক**, কারণ এটি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করে। এটি আয়, ব্যয় ও বাণিজ্যে কী সঠিক আর কী ভুল – তা শেখায়। এটি ন্যায়বিচার, সমতা, দরিদ্র সহায়তা এবং সুদ (রিবা) ও প্রতারণা পরিহারের ওপর জোর দেয়।

অন্যদিকে, **প্রচলিত অর্থনীতি মূল্যনিরপেক্ষ**, কারণ এটি সঠিক বা ভুল নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটি কেবল বাজারের আচরণ ও সম্পদের ব্যবহারের বিশ্লেষণ করে, এমনকি যদি সেই কর্মকাণ্ড অন্যায় বা ক্ষতিকরও হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা ও অর্থনীতিকে একত্রিত করে, যেখানে প্রচলিত অর্থনীতি নৈতিকতা থেকে অর্থনীতিকে আলাদা করে দেখে।

প্রশ্ন-১৮. প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্যসমূহ তুলনা ও পার্থক্য করো।

তুলনাঃ

১. উভয়ই সীমিত সম্পদের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করে।
২. উভয়ই উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্য রাখে।
৩. উভয়ই অভাব, পছন্দ ও বণ্টন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করে।
৪. উভয়ই ব্যক্তি, ব্যবসা ও সরকারের আর্থিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে।

পার্থক্যঃ

১. প্রচলিত অর্থনীতি নৈতিকতা বিবেচনা না করে মূলত লাভ ও ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির ওপর জোর দেয়।
২. ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়বিচার, সমতা ও সামাজিক কল্যাণের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং শরিয়াহ্‌র নির্দেশনা অনুসরণ করে।
৩. প্রচলিত অর্থনীতি সুদকে স্বীকার করে, ইসলামী অর্থনীতি তা নিষিদ্ধ করে।
৪. প্রচলিত অর্থনীতিতে সফলতা ধন ও প্রবৃদ্ধি দ্বারা মাপা হয়, ইসলামী অর্থনীতিতে সফলতা নৈতিক উন্নয়ন ও অন্যদের সহায়তা দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৫. প্রচলিত অর্থনীতি মূল্যনিরপেক্ষ, ইসলামী অর্থনীতি মূল্যভিত্তিক।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং নৈতিকতা ও সমাজকল্যাণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

প্রশ্ন-১৯. ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. দিব্য দিকনির্দেশনা: কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে পরিচালিত হয়, যেখানে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা প্রধান।
২. সুদবিহীন ব্যবস্থা: আর্থিক লেনদেনে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৩. সম্পদের পুনর্বণ্টন: যাকাত ও দানের মাধ্যমে দরিদ্র সহায়তা ও বৈষম্য হ্রাস।
৪. ঝুঁকি ভাগাভাগি: মুশারাকা ও মুদারাবার মতো অংশীদারিত্বভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে।
৫. নৈতিক বিনিয়োগ: হারাম (যেমন মদ, জুয়া) ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ।

প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি: ধর্মের পরিবর্তে মানব যুক্তি ও উপযোগ সর্বাধিককরণে ভিত্তিক।
২. সুদনির্ভর ব্যবস্থা: ঋণের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ অনুমোদিত।
৩. লাভ সর্বাধিককরণ: ব্যক্তিগত বা কর্পোরেট লাভ বৃদ্ধিই প্রধান লক্ষ্য।
৪. পছন্দের স্বাধীনতা: উৎপাদক ও ভোক্তা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
৫. বাজারনির্ভর: মূল্য ও সম্পদ বণ্টন চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা ও সামাজিক কল্যাণকে গুরুত্ব দেয়, যেখানে প্রচলিত অর্থনীতি মূলত ব্যক্তিগত লাভ ও বাজার দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২০. মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্ কী? ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্ অর্জন করে? ব্যাখ্যা করো।

মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্ অর্থ ইসলামী শরিয়াহ্‌র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, যা মানবকল্যাণ রক্ষার জন্য নির্ধারিত। এটি দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পাঁচটি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

১. ধর্ম রক্ষা
২. জীবন রক্ষা
৩. বুদ্ধি রক্ষা
৪. সম্পদ রক্ষা
৫. বংশ ও পরিবার রক্ষা

ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্ অর্জন করে:

- যাকাত ও দান দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং সম্পদ ও জীবনের সুরক্ষা দেয়।

- সুদবিহীন আর্থিক ব্যবস্থা শোষণ রোধ করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।
- হালাল আয় ও নৈতিক বিনিয়োগ ধর্ম ও সততা রক্ষা করে।
- জুয়া ও মদের নিষেধাজ্ঞা বুদ্ধি ও পরিবারকে রক্ষা করে।
- ন্যায্য বাণিজ্য ও সঠিক চুক্তি সম্পদ সুরক্ষায় সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন-১৫. বাজারভিত্তিক অর্থনীতি ও নির্দেশিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো। এর মধ্যে কোনটি ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসা, জমি ও সম্পদের মালিক হতে পারে এবং তা নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে। ব্যবসার মূল লক্ষ্য **লাভ অর্জন**, এবং অনেক উৎপাদক ও বিক্রেতার অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দাম সাধারণত ন্যায্য থাকে। ভোক্তারা তাদের পছন্দমতো পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে এবং সরকারের ভূমিকা সাধারণত সীমিত থাকে।

নির্দেশিত অর্থনীতিতে অধিকাংশ ব্যবসা, সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা সরকারের হাতে থাকে। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কি উৎপাদন হবে, কত হবে এবং কোন দামে বিক্রি হবে। এই ব্যবস্থায় জনকল্যাণই প্রধান লক্ষ্য, লাভ নয়। ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত থাকে এবং উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বণ্টন সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি বাজারভিত্তিক বা নির্দেশিত অর্থনীতির মতো নয়, তবে এটি বাজারভিত্তিক ব্যবস্থার কাছাকাছি। এটি ব্যক্তিগত মালিকানা, মুক্ত বাণিজ্য ও লাভ অর্জনের অনুমতি দেয়, তবে প্রতারণা, শোষণ ও সুদ (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত, ক্ষতি প্রতিরোধ ও দরিদ্রদের সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং শরিয়াহ্‌র নীতিমালা অনুসারে উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-১৬. ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করো। এটি কীভাবে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে অতিক্রম করে?

ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্র বলতে বোঝায় সম্পদ ও সম্পদের ব্যবহার **শরিয়াহ্‌র নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনার সব দিক**। এটি ব্যক্তিগত আচরণ থেকে সমাজের কল্যাণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এটি অন্তর্ভুক্ত করে:

- ❖ **উৎপাদন:** ন্যায়সঙ্গতভাবে পণ্য ও সেবা তৈরি।
- ❖ **ভোগ:** দায়িত্বশীলভাবে অর্থ ব্যয় ও অপচয় পরিহার।
- ❖ **বণ্টন:** যাকাত ও উত্তরাধিকার দ্বারা ন্যায্য সম্পদ বণ্টন।
- ❖ **বিনিময়:** সততা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বাণিজ্য।
- ❖ **সরকারি অর্থনীতি:** সুদবিহীন রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়।
- ❖ **কল্যাণ:** দারিদ্র্য হ্রাস ও বৈষম্য দূরীকরণ।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয় বরং ন্যায়ভিত্তিক, নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন। এটি নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করে যা প্রচলিত অর্থনীতির চেয়ে অনেক বিস্তৃত।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি "যা আছে" এবং "যা হওয়া উচিত" – উভয়ই বিশ্লেষণ করে, এবং ধর্ম, নৈতিকতা ও সমাজকল্যাণকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-১৭. "ইসলামী অর্থনীতি মূল্যভিত্তিক আর প্রচলিত অর্থনীতি মূল্যনিরপেক্ষ" — তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা কর।

হ্যাঁ, আমি একমত। ইসলামী অর্থনীতি মূল্যভিত্তিক, কারণ এটি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করে। এটি নির্দেশ করে কী সঠিক আর কী ভুল, এবং ন্যায়বিচার, সমতা, দরিদ্র সহায়তা ও সুদ (রিবা) পরিহারের ওপর গুরুত্ব দেয়।

প্রচলিত অর্থনীতি মূল্যনিরপেক্ষ। এটি নৈতিকতা বিবেচনা না করে কেবল বাজারের আচরণ ও সম্পদের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে। এমনকি কার্যক্রম অন্যায় বা ক্ষতিকর হলেও এটি গুরুত্ব দেয় না।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা ও অর্থনীতিকে একত্রিত করে, যেখানে প্রচলিত অর্থনীতি নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে।

প্রশ্ন-১৮. প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্যসমূহ তুলনা ও পার্থক্য করো।

উভয়ের মিল:

- ❖ উভয়ই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ে কাজ করে।
- ❖ উভয়ের লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নত করা।
- ❖ উভয়ই অভাব, পছন্দ ও বণ্টন সমস্যার সমাধান করে।
- ❖ উভয়ই ব্যক্তি, ব্যবসা ও সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে।

মূল পার্থক্য:

- প্রচলিত অর্থনীতি লাভ ও ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়বিচার, সমতা ও সমাজকল্যাণকে গুরুত্ব দেয়।
- প্রচলিত অর্থনীতি সুদকে স্বীকার করে, ইসলামী অর্থনীতি সুদকে নিষিদ্ধ করে।
- প্রচলিত অর্থনীতিতে সফলতা ধন ও প্রবৃদ্ধি দিয়ে মাপা হয়, ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রচলিত অর্থনীতি মূল্যনিরপেক্ষ, ইসলামী অর্থনীতি মূল্যভিত্তিক।

প্রশ্ন-১৯. ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য:

- ➢ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশনায় পরিচালিত এবং ন্যায়বিচার ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।
- ➢ সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- ➢ যাকাত ও দানের মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে।
- ➢ মুশারাকা ও মুদারাবা চুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে।
- ➢ হারাম ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ।

প্রচলিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য:

- ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির ওপর গঠিত।
- সুদনির্ভর আর্থিক ব্যবস্থা।
- লাভ সর্বাধিককরণই মূল লক্ষ্য।
- ভোক্তা ও উৎপাদকরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- দাম ও সম্পদ বণ্টন চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা ও সমাজকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়, যেখানে প্রচলিত অর্থনীতি ব্যক্তিগত লাভ ও বাজারের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-২০. মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্ কী? ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্ অর্জন করে? ব্যাখ্যা করো।

মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্ অর্থ **ইসলামী শরিয়াহ্‌র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য**, যা **মানবকল্যাণ রক্ষার জন্য নির্ধারিত**। এর প্রধান পাঁচটি লক্ষ্য হলো:

- ❖ ধর্ম রক্ষা
- ❖ জীবন রক্ষা
- ❖ বুদ্ধি রক্ষা
- ❖ সম্পদ রক্ষা
- ❖ পরিবার ও বংশ রক্ষা

ইসলামী অর্থনীতি এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করে বিভিন্ন উপায়ে।

- **যাকাত ও দানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস** করে সম্পদ ও জীবন সুরক্ষিত করে।
- **সুদবিহীন আর্থিক ব্যবস্থা** শোষণ প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।
- **হালাল আয় ও নৈতিক বিনিয়োগ** ধর্ম ও সততা রক্ষা করে।
- **জুয়া ও মদের নিষেধাজ্ঞা** বুদ্ধি ও পরিবার রক্ষা করে।
- **ন্যায্য বাণিজ্য ও সঠিক চুক্তি** সম্পদ রক্ষায় সহায়তা করে।

প্রশ্ন-২১. সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। (October-2021)

সুদ এবং মুনাফা অর্থনীতিতে দুটি ভিন্ন ধারণা, যেগুলোর প্রকৃতি, অর্জনের পদ্ধতি এবং সামাজিক প্রভাব একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নিচে পূর্ণ বাক্যে তাদের পার্থক্য তুলে ধরা হলোঃ

পার্থক্যের দিক	সুদ	মুনাফা

১. সংজ্ঞা	সুদ হলো নির্দিষ্ট হারে অর্থ ধার দেওয়ার বিনিময়ে প্রাপ্ত একটি স্থির আয়, যা ব্যবসার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না।	মুনাফা হলো ব্যবসার ব্যয় বাদ দিয়ে অর্জিত উদ্বৃত্ত আয়, যা কার্যক্রম ও প্রচেষ্টার ফল।
২. ঝুঁকির সম্পৃক্ততা	সুদদাতা কোনো ঝুঁকির মুখোমুখি হয় না, কারণ সে যেকোনো অবস্থাতেই নির্দিষ্ট আয় পায়।	মুনাফা সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ব্যবসা সফল না হলে আয় নাও হতে পারে।
৩. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	ইসলাম ধর্মে সুদ সম্পূর্ণরূপে **হারাম** এবং এটি অন্যায় ও শোষণমূলক হিসেবে গণ্য।	ইসলাম ধর্মে মুনাফা **হালাল**, কারণ এটি বৈধ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
৪. আয়ের ভিত্তি	সুদ অর্থ ধার দিয়ে আয় করা হয়, যেখানে কোনো বাস্তব ব্যবসা বা শ্রম জড়িত থাকে না।	মুনাফা প্রকৃত ব্যবসা, বিনিয়োগ বা শ্রমের মাধ্যমে আয় করা হয়।
৫. সমাজের ওপর প্রভাব	সুদ সমাজে অন্যায়, শোষণ ও সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি করে।	মুনাফা ন্যায্য সম্পদ বণ্টনকে উৎসাহিত করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, সুদ সমাজে বৈষম্য ও শোষণ সৃষ্টি করে বিধায় ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ করেছে, পক্ষান্তরে মুনাফা বৈধ শ্রম ও ঝুঁকির বিনিময়ে অর্জিত হওয়ায় এটি ন্যায়সঙ্গত ও সমাজকল্যাণমূলক।

প্রশ্ন-২২. "ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠ" – ব্যাখ্যা কর। – (May-25)

কেন ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামো প্রচলিত ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম

1. **আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হয়:** ইসলামী অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার ভিত্তিতে চলে, ফলে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।
2. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেয়:** ইসলামী ব্যবস্থা সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে এবং সুদ (রিবা)-এর মতো শোষণমূলক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সমাজে সমতা আনে।
3. **বাস্তব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত:** ইসলামী অর্থনীতি আর্থিক ব্যবস্থাকে বাস্তব সম্পদ ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত রাখে, ফলে জুয়া, জল্পনা-কল্পনা ও অর্থনৈতিক বুদবুদ তৈরি হয় না।
4. **কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিশ্চিত করে:** ইসলামী অর্থনীতি যাকাত, সদকা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য কমায় এবং অসহায়দের সহায়তা করে সমাজে সাম্য আনে।
5. **ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করে:** এটি বস্তুগত চাহিদার সঙ্গে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ভারসাম্য রক্ষা করে, যা টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করে।
6. **সুদ ও অনৈতিক আয় নিষিদ্ধ করে:** ইসলামী অর্থনীতি সুদ, জুয়া ও প্রতারণার মতো অনৈতিক আয়কে নিষিদ্ধ করে একটি পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি কেবল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নয়, বরং ন্যায়বিচার, স্থিতিশীলতা, মানবিক কল্যাণ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে, যা প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি ন্যায়সংগত ও জনবান্ধব।

সংক্ষিপ্ত নোট

Q-01. লাভ ও সুদ (Profit and Interest):

লাভ (Profit): ব্যবসা পরিচালনার পর সকল খরচ বাদ দিয়ে অর্জিত অতিরিক্ত অর্থকে লাভ বলা হয়। এটি অনিশ্চিত এবং ব্যবসার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি দোকান ১,০০০ টাকা খরচ করে পণ্য বিক্রি করে ১,৫০০ টাকা আয় করে, তবে লাভ হবে ৫০০ টাকা। লাভ ইসলাম অনুযায়ী **হালাল**, কারণ এটি বাস্তব পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

সুদ (Interest / Riba): ঋণকৃত অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণকে সুদ বলা হয়, যা ঋণগ্রহীতা লাভ করুক বা না করুক প্রদান করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি ১,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ১,১০০ টাকা পরিশোধে সম্মত হয়, তবে অতিরিক্ত ১০০ টাকা সুদ। ইসলাম অনুযায়ী এটি **হারাম**, কারণ এতে কোনো ঝুঁকি থাকে না এবং এটি প্রায়শই শোষণ ও অবিচারের কারণ হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মুনাফা ভাগাভাগির পদ্ধতি (যেমন: মুদারাবা) উৎসাহিত করা হয়, কিন্তু সুদভিত্তিক ঋণ এড়িয়ে ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।

Chapter End

🔗 অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com
📲 WhatsApp: 01310-474402